পর্বঃ৪

ওদের রান্না ঘরের পেছন দিকে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী যার উৎস ঝর্ণা।,লাবানের বাড়ি গুলো থেকে যত নোংরা জল বেরোয় সব ওতে গিয়ে মেশে ।কল কল শব্দে একটি প্রবাহমান ধারা,পাথরের উপর দিয়ে আছড়ে পড়ছে ও নীচে নেমে যাচ্ছে।শিশু পল্লবী দেখতো আর ভাবতো এই প্রবাহমান জলধারা কোথায় যাচ্ছে,একটি গতি,যা অনুভব করল অনেক বড় হয়ে। প্রবল বর্ষণের পর বৃষ্টির জলে পাহাড়ের ঢালে বানানো বাড়ি ঘর, রাস্তা ও রাস্তার দুধারের নালা নর্দমা পরিষ্কার করে বৃষ্টির জল ওই নালাতে গিয়ে পড়ে,এবং ঝর্ণার মতো কুলু কুলু প্রবাহে বয়ে চলে।ওদের কলোনীর গেট দিয়ে বেরিয়ে বাঁদিকে একটি পুল ঐ নদীর উপড়।পুলটা পেরিয়ে বড় রাস্তা,ওদিক দিয়ে বাস চলে,বাসে চেপে অনেকটা ঘুরে গ্যরিসান ফীল্ডের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পুলিশ বাজার যেতো ওরা। নাসপাতি বাগানের প্রতিটি নাসপাতি গাছ এখন ওখানকার বাসিন্দাদের যারা বাড়ি বানিয়েছে। পল্লবীর বাবা ভাড়া বাড়িতে থাকেন,বাড়ির মালিক খাসিয়া মহিলা।ঘরের পাশে তিনটি নাসপাতি গাছ। খাসিয়া মহিলা এসে নাসপাতি গুলো নিয়ে যায়,ওদের কিছু দিয়ে যায়।পল্লবী দেখল কিছু জিনিষ যা ওরা আগলে ধরে আছে ওগুলো ওদের নয়,যেমন এই দুকামরার ঘর,রান্নাঘর,নাসপাতিগাছ কিছুই ওদের নয়।অথচ ওর মা কত যত্ন সহকারে ঘরদোর পরষ্কার করে,নাসপাতি গাছের নীচের আগাছলা পরিষ্কার করে।শোবার ঘর ও রান্নাঘরের মাঝখানে এক চিলতে উঠোন।রান্নাঘরের মেঝে মাটির।মাটির উনুন ও মেঝে সাদা মাটি ও গোবর দিয়ে মা নিকিয়ে রাখে রোজ।খাসিয়া মেয়েরা পেছনে ঝুলিয়ে বেতের ঝুড়িতে সাদা মাটি গোবর বিক্রি করে যায়।ঝুড়িটা বেল্ট দিয়ে এমন কায়দায় মাথায় রাখে যে পড়ে যায় না।